দৈনিক খবর
দৈনিক খবর
21 APR 1988
5 কলাম ।
019
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৩৯৫ বাংলা

প্রসঙ্গঃ পরীক্ষায় নকল

পরীক্ষায় নকল করার মত অবাঞ্ছিত তৎপরতা আজ কাহাতক বৃদ্ধি পেয়েছে, তারই কিছু প্রমাণ জুটেছে এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠানরত ডিগ্রী পরীক্ষার কয়েকটি কেন্দ্রে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ কেন্দ্রে নকলের সুবিধে নেই বলে আটশ' পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬৯ জন পরীক্ষার হলে যায়নি। কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ কেন্দ্রে চারশ' পরীক্ষার্থী নকলের দাবীতে পরীক্ষা বর্জন করেছে। প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে বগুড়ার জেলা স্কুল উপকেন্দ্রে। এখানেও কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী নকলকে উপলক্ষ করে পরীক্ষা বর্জন করেছে। কয়েকজন পরিদর্শক নিগৃহীত হয়েছেন তাদের হাতে। এতদ্‌ভিন্ন বিভিন্ন উপকেন্দ্র ভাঙচুর হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কয়েকটি উপকেন্দ্রে পুলিশকে ১১ রাউণ্ডের মত ফাঁকা গুলীও ছুঁড়তে হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি শান্তিপূর্ণভাবে কোথাও ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না? হ্যাঁ, অবশ্যই হচ্ছে। তবে সেটা নির্ভর করছে পরীক্ষায় নকল করতে দেয়া এবং না করতে দেয়ার ওপর। অর্থাৎ যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ির বালাই নেই, পরিদর্শকরা পরীক্ষার্থীদের নকল করতে দেখে চোখ অন্যত্র সরিয়ে নেন বা দেখেও না দেখার ভান করেন ঐসব পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। এতদিন হয়ে আসছেও। অন্ততঃ পত্রিকার রিপোর্টগুলো তাই বলে।

বলা যায়, এক রাজধানী ছাড়া সর্বত্রই প্রায় নকলের এই দুষ্ট প্রবণতা। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় আজকাল ধুমছে নকল চলে। নকল করে পরীক্ষা দেয়ার জন্যে রাজধানী ছেড়ে মফস্বল এলাকায় চলে যায় বহু শিক্ষার্থী। মনোবাঞ্ছা পূরণও হয় তাদের। পরীক্ষায় পাস করে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে। আর সার্টিফিকেটটাই তো তাদের দরকার। কি প্রয়োজন বিদ্যাবুদ্ধি এবং জ্ঞানার্জনের! বস্তুতঃ বৃহৎসংখ্যক শিক্ষার্থীরই এখন লক্ষ্য জ্ঞানার্জন নয়, সনদপত্র অর্জন। আর এমন কথাও সম্ভবতঃ তারা আর বিশ্বাস করে না যে, 'নলেজ ইজ পাওয়ার।' তাই 'দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন— এই তত্ত্ব কথারও আজ কোন দাম নেই তাদের কাছে। সার্টিফিকেটেরও হয়তো তেমন কোন প্রয়োজন ছিলো না, যদি না একাজে ওকাজে তার আবশ্যকতা দেখা দিতো। আর কিছু না হোক, নিদেনপক্ষে একটা চাকরির জন্যে তো সার্টিফিকেট দরকার। অধিকন্তু সামাজিক মর্যাদা বলেও একটা কথা আছে। নামের সাথে ডিগ্রী থাকলে আর চাই কি।

বাস্তবিক পক্ষেই ডিগ্রীধারী মানুষের এক সময় খুব মূল্য ছিলো, মর্যাদা ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে যারা বেরিয়ে আসতেন তাঁরা সমাজের প্রত্যেকের কাছেই ছিলেন নমস্য ব্যক্তি। তাদের জ্ঞানী ও গুণীজনরূপে শ্রদ্ধা করা হতো। সমাজও তখন উচ্চ শিক্ষিত লোকদের সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের ধন্য মনে করতো। আর আজ? হ্যাঁ, দেশে শিক্ষার যথেষ্ট কদর থাকলেও শিক্ষিত মানুষের কদর যেন উঠেই গেছে। উচ্চ শিক্ষিত লোকদের প্রতি কেউ যেন আগেকার মত সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকায় না। এমন কি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষরা পর্যন্ত সময় সময় তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। কথায় কথায় অনেক সময় বলেই ফেলে 'কলিকালের পোলারা পড়ে পাস করে না, নকল করে পাস করে।' এমনও বলে তারা যে, নকল বিদ্যা দিয়ে কি দেশ চলে।

আসলে বাস্তব অবস্থাকে আমরা যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন কি শিক্ষক, কি শিক্ষার্থী, কি শিক্ষা ব্যবস্থা— কোনটাই আজ মানুষের সুনজরে নেই। একে একে সব কিছুই যেন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছে। কারণ, মানুষের চোখের সামনেই আজকাল এইসব বেআইনী কার্যকলাপ ঘটছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করছে তারা সব ঘটনা। লোকমুখে শুনছে, পত্রিকায়ও দেখছে। বাইরে থেকে নকল সরবরাহ, বই খুলে নকল করা, মাইকে ডিক্টেশন দেয়া, খাতা বদল, একের পরীক্ষা অন্যজনের দেয়া ইত্যাকার ব্যাপার-স্যাপার তো মানুষ সব সময়ই প্রত্যক্ষ করছে। এ নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও কম হচ্ছে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময় সময় পুলিশ গুলীও ছুঁড়ছে। যেমনি এসএসসি ও এইচএইসসি পরীক্ষার সময়, তেমনি ডিগ্রী বা অন্যান্য পরীক্ষার সময়েও। স্বচক্ষে এত কিছু দেখার পর শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং দেশের সমুদয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি?

তারও চেয়ে বড় কথা প্রায় গোটা দেশব্যাপী পরীক্ষায় নকল প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ায় দেশ ও দেশের যে কি সর্বনাশ হচ্ছে তা কি আমরা কেউ তলিয়ে দেখছি? বৃটিশ আমলে পরীক্ষার হলে নকল হতো কদাচিৎ। এমনকি পাকিস্তানী আমলের গোড়ার দিকেও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো। আইউব খাঁ'র তোগলকী শিক্ষানীতিই পরীক্ষায় নকল বিস্তারে সহায়তা করে প্রচণ্ডভাবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাঠ্য বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্যদিকে অধিকসংখ্যক পাঠ্য বইয়ের চাপ সব মিলিয়ে এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, এক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অটো-প্রমোশনের দাবী ওঠে। অর্থাৎ না পড়ে বা পরীক্ষা না দিয়ে যদি 'প্রমোশন' পাওয়া যায় সেটাই তো ভালো— এরকম একটা ধারণা অনেক শিক্ষার্থীর মনেই বাসা বাঁধে। কিন্তু এক আধবার অটো-প্রমোশনের সুযোগ কোথাও কোথাও দেয়া হলেও পরে আর সে সুযোগ দেয়া হয়নি। ছাত্ররা এ দাবীতে অবশ্য কয়েকবারই সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ ব্যাপারে আর উদারতা প্রদর্শন করা হয়নি। অটো-প্রমোশনের দাবী চাপা পড়ায় ভিন্ন পথে শিক্ষার্থীরা মুক্তির সন্ধান করেছে। আর এভাবে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়েই তারা আবিষ্কার করেছে যে, নকলই হচ্ছে পরীক্ষা পাসের মোক্ষম উপায়। প্রথম প্রথম তারা গোপনে এবং কৌশলে নকল করার অভ্যাস রপ্ত করেছে। অসদুপায় অবলম্বনকারীর সংখ্যাও প্রথমাবস্থায় ছিলো কম। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের তরফ থেকে এর প্রতিকারের জন্য তেমন কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার ফলশ্রুতিতে পরীক্ষার্থীরা নকলের ব্যাপারে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে খারাপ ছাত্রের পাশাপাশি ভালো এবং মেধাবী ছাত্ররাও নকলের প্রতি প্রলুব্ধ হতে থাকে। এভাবেই পরীক্ষা গণটোকাটুকির পর্যায়ে চলে যায়। পরীক্ষার্থীরাও ভাবতে শিখে নকলের সুবিধা প্রদান কোন দাবী নয়, এটা তাদের অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা যে কোন গোল বাঁধাতে প্রস্তুত এবং বাস্তবে করছেও। এর প্রমাণ মিলেছে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এবং বগুড়ার উপরোক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে।

এর অবসান হওয়া দরকার সর্বসাধারণ তথা দেশের স্বার্থেই। যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কলংকের ছাপ পড়েছে এই নকলের জন্যে, নকলের অবাধ সুযোগ থাকার জন্যে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তা গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নেই, সৃজনশীলতা চাপা পড়ে যায় প্রতিকূল আবহাওয়ায়, প্রকৃত শিক্ষার দুয়ার যেখানে রুদ্ধ, জ্ঞানচর্চার সুযোগ যেখানে সংকীর্ণ, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা আদলটাই আমাদের বদলে ফেলতে হবে। নতুবা জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকা সত্যিই খুব দায় হয়ে পড়বে। কেননা আমরা এতদিন এটাই জেনে এসেছি যে, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' কিন্তু নকল যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে এই মেরুদণ্ড সোজা হওয়ার কোন ভরসাই থাকছে না। জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে নকল প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করার মানেই হচ্ছে জাতিকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দেয়া। নয় কি?